দৈনিক
ইত্তেফাক

21 JAN 2017

কুমিল্লায় অবাধে চলছে কোচিং বাণিজ্য শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা দিশেহারা

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লায় চলছে কোচিং বাণিজ্যের রমরমা ব্যবসা। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। ছাত্রত্ব রক্ষার জন্য অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে নামমাত্র ভর্তি হয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এসব কোচিং সেন্টারে ঝুঁকে পড়েছে। চটকদার বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে শিক্ষার পরিবেশ ও মানহীন এসব কোচিং সেন্টারগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের টাকা। কুমিল্লা জেলা স্কুল ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ নগরীর নামকরা বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে এবং পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে ভালো ফলাফলের আশায় বছরের শুরু থেকে বাসা-বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলা কমপক্ষে অর্ধশতাধিক কোচিং সেন্টার শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নগরীর আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে বহু কোচিং সেন্টার। এর মধ্যে ব্রাইট ফিউচার কোচিং, জিনিয়াস এডুকেয়ার, ট্যাবস, সাইনসিওর শিক্ষা নিকেতন, মীম কোচিং সেন্টার, কুমিল্লা কোচিং, লারনার্স কেয়ার, উদ্যোগ কোচিং সেন্টার, সেবা একাডেমী, প্রবাহ এডুকেশন কেয়ার, স্টুডেন্ট কেয়ার সেন্টারসহ নামে-বেনামে রয়েছে শতাধিক কোচিং সেন্টার। এসব কোচিং সেন্টার শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে তিন থেকে চারটি গাইড বই চড়ামূল্যে কিনতে বাধ্য করে। সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানে কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের দিয়ে যেনতেনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এখানে পড়াতে শিক্ষার্থী প্রতি অভিভাবকদের প্রতি মাসে গুণতে হচ্ছে দুই থেকে তিন হাজার টাকা। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সাইনবোর্ডবিহীন অনেক কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছেন।

নগরীর ডিগাম্বরীতলা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, পুরাতন জরাজীর্ণ স্যাঁতসেঁতে ভবনের কক্ষে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কার্যক্রম চলছে।

জিনিয়াস এডুকেয়ারের পরিচালক শওকত জানান, 'এখানে দুই শিফটে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।' শিক্ষার্থী সংখ্যা ও কোচিং ফি কতো জানতে ফোনে জানাতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল মজিদ বলেন, কোচিং সেন্টারগুলো প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে এখনো নীতিমালা হয়নি। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং কার্যক্রমের প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এক্ষেত্রে কোনো শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের গুণগতমানের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তবুও অধিকাংশ শিক্ষার্থী আরো ভালো লেখাপড়ার আশায় কোচিং সেন্টারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এছাড়া কিছু অসাধু শিক্ষকও আছেন যারা তাদের নিকট প্রাইভেট পড়তে বা সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে কৌশলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করেন। শ্রেণিতে শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ পাঠদান এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হলে প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াই ভালো ফলাফল সম্ভব।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মো. আজিজুর রহমান জানান, কোচিং সেন্টারের নামে যারা অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তাদের বিরুদ্ধে সহসা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।